যুগান্তর

তারিখ 24 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

বিএম কলেজের ১২০ বছর

ইমাদুল হক প্রিন্স
নাসরীন সুলতানা পাপড়ী

দক্ষিণ বঙ্গের অক্সফোর্ড খ্যাত ব্রজমোহন (বিএম) বিশ্ববিদ্যালয়

কলেজ উপমহাদেশের অন্যতম সুপ্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কলেজটি বাংলাদেশের শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতীক। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি, মেধা ও মননশীলতায় ১২০ বছর আগে কলেজটির যাত্রা শুরু হয়েছিল।

এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং ১৮৮৯ সালের ৪ জানুয়ারি কলেজটি খোলার দরখাস্ত করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত। ১৮৮৯ সালে কলেজ খোলার দরখাস্ত করেন তিনি। একই সঙ্গে ব্রজমোহন স্কুলের মধ্যে শুরু হয় ব্রজমোহন কলেজের যাত্রা।

অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এবং দীর্ঘ প্রতিযোগিতা শেষে ১১ বছর পর ১৮৯৮ সালে রাজচন্দ্র কলেজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্রজমোহন কলেজ বড়লাটের অনুমোদন লাভ করে। তখন থেকে শুরু হয় বিএ ক্লাস। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময় কলেজটি ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়ে। একপর্যায়ে বিএম কলেজের মঞ্জুরি উঠিয়ে দিতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

১৯০৯ সালে নির্বাসন থেকে ফেরেন অশ্বিনী কুমার দত্ত। এসব ঘটনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সেই দ্বন্দ্ব অবসানের জন্য ১৯১০ সালে কলেজের স্থত্বাধিকারী অধ্যাপক এবং অভিভাবকদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির হাতে কলেজের দায়িত্বভার দেয়া হয়।

১৯১৭ সালে অশ্বিনী কুমার দত্তের তত্ত্বাবধানে ৫০ বিঘা জমির ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয় ব্রজমোহন কলেজ। দেশ বিভাগের আগ পর্যন্ত কলেজটি ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। পাকিস্তান আমলে কলেজটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে আসে। ১৯৬৫ সালের ১ জুলাই কলেজটিকে সরকারিকরণ করা হয়। ১৯৯৯ সালে বিএম কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী বিলুপ্ত করা হয়। শুরু থেকেই বিএম কলেজ শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষার স্থান ছিল না। কলেজটি প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে ছাত্র-শিক্ষকদের যৌথ পরিচালনায় প্রকাশিত হতো 'ছাত্রবন্ধু' নামে পাক্ষিক পত্রিকা।

ঐতিহ্যবাহী বিএম কলেজের কবি জীবনানন্দ হলের গেট

সত্য, প্রেম, পবিত্রতার আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য পড়ালেখার পাশাপাশি নানা কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল। অশ্বিনী সম্প্রদায়, কপালু সম্প্রদায়, দরিদ্র বান্ধব সমিতি ছিল এদের অন্যতম।

এখন কলেজটির ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৮,০০০। অনার্স কোর্সে আসন সংখ্যা ৪,০২৫টি। কলেজটির প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী। বর্তমান অধ্যক্ষের দায়িত্বে রয়েছেন অধ্যাপক ড. সিরাজ উদ্দিন আহম্মেদ।

এ কলেজটির বর্তমানে ছাত্রদের জন্য ডিগ্রি হোস্টেল, মুসলিম হোস্টেল, হিন্দু হোস্টেল নামে ৩টি আবাসিক হোস্টেল রয়েছে। এই হোস্টেলগুলোর সিট সংখ্যা মাত্র ৯৩০ জনের।

ছাত্রীদের জন্য বনমালী গাঙ্গুলী নামে একটি আবাসিক হোস্টেল রয়েছে। এ হোস্টেলে মাত্র ৭০০ জন ছাত্রীর আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে।

এ কলেজটিতে আবাসন সংকট বর্তমানে চরম আকার ধারণ করেছে। ১৬৩০ জন ছাত্রের আবাসন ব্যবস্থায় থাকছেন প্রায় ৫,০০০ শিক্ষার্থী। বনমালী গাঙ্গুলী হলের আবাসিক ছাত্রী রিপা, নাজমা, স্মৃতি, সন্ধ্যা, খাদিজা আক্তার মুনা, মিষ্টি, শাহনাজ পারভীন, মিতু অভিযোগ করে বলেন, আমরা ৪ জনের রুমে ২৫ জন থাকি। এ রকম কষ্ট করে দেশের অন্য কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে বলে মনে হয় না।

কলেজটিতে মাত্র ২টি বাস রয়েছে। এই ২টি বাস দিয়ে কোনমতে এতগুলো শিক্ষার্থীর পরিবহন সম্ভব হয় না। হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র জিয়াউর রহমান বলেন, আমার বাড়ি ঝালকাঠি জেলার ভবানীপুর গ্রামে। লঞ্চে ঝালকাঠি আসতে এক মিনিট দেরি হলেই বাস মিস করতে হয়। বাস মিস করলে কলেজে আসতে ৫০ টাকা ভাড়া দিয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে যেতে হয়। ঝালকাঠি রুটে প্রতিদিন মাত্র একটি বাস।

এ রকম হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর অভিযোগ, তাদের পরিবহন বাবদ প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা জমা দেয়ার পরও পরিবহন সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত।

কলেজটি ১২০ বছরে পা দিলেও লাইব্রেরিটির তেমন কোন উন্নতি নেই। লাইব্রেরি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ বই, রেফারেন্স বই নেই।

অফিসওলোতে রয়েছে নীরব চাঁদাবাজি। কোন ছাত্রের মার্কশিট বা সার্টিফিকেট উঠাতে যদিও কোন টাকা দেয়ার নিয়ম নেই, তবুও এসব বিষয়ে কোন সাহায্য নিতে গেলে গুনতে হয় শিক্ষার্থীদের বাড়তি টাকা। অনেকে বলে উৎকোচ ছাড়া কর্মচারীরা কথাই বলতে চান না।

তবু এ কলেজের ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলো অনন্য। কলা ভবনের সামনের মনোমুগ্ধকর স্থানটুকু জিরো পয়েন্ট নামে পরিচিত। ওই স্থানের পশ্চিম দিকে বাকসু ভবন আর দক্ষিণ দিকে চলে গেছে ছাত্রাবাস। ছাত্রাবাসের সামনে রয়েছে চত্বর। ছাত্র সংগঠনগুলোর সবদাবি-দাওয়া, সভা-সমাবেশ এ স্থানটিকে ঘিরে।

'৫২, ৬৯, ৭১-এর বিএম কলেজের ছাত্রদের রাজনীতিতে ছিল ব্যাপক অবদান। কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সিরাজ উদ্দিন আহম্মেদ শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষম শিক্ষায় উজ্জীবিত করে শিক্ষার্থীদের সার্থকতার আঙ্গিনায় পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকারের কথা এবং কলেজের সার্বিক উন্নয়নের উদ্যোগের কথা বললেন।

দক্ষিণ বঙ্গের শিক্ষা বিস্তারে এ কলেজের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তাই শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট, পরিবহন সংকট, শিক্ষকদের শূন্য পদ পূরণ, গঠনতান্ত্রিক ছাত্র রাজনীতি এবং প্রশাসনিক দুর্নীতি দূর করা হলে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত এ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটি শুধু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলেই নয়, বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।